বাংলাদেশ দূতাবাস
দি হেগ

নেদারল্যান্ডে বাংলাদেশ উন্নয়ন মেলা
রোড ম্যাপ টু ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং প্রবাসীদের ভূমিকা

১০ মার্চ ২০১৮, দি হেগঃ
দি হেগস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস অদ্য ১০ মার্চ ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ উন্নয়ন মেলার আয়োজন করে। প্রায় শ'খানেক প্রবাসী বাংলাদেশীরা এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন। এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি, এদেশে বসবাসরত প্রবাসীরা বিশেষ করে আইটি নিয়ে কাজ করছেন এমন প্রবাসীরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। উন্নয়ন মেলার অংশ হিসেবে "রোড ম্যাপ ফর ডিজিটাল বাংলাদেশঃ প্রবাসীদের ভূমিকা" শীর্ষক একটি পৃথক আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধের মহান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। দূতাবাসে কাউন্সেলর জনাব কাজী রাসেল পারভেজ বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে, স্থানীয় জেনেসিক্সের নেটওয়ার্ক প্রকৌশলী জনাব শাকির খান বাংলাদেশের আইটি সেক্টরের উপর একটি প্রেজেন্টেশন করেন। জনাব শাকির তাঁর প্রেজেন্টেশনে কিভাবে বাংলাদেশ এবং নেদারলান্ডের মধ্যে আইটি সেক্টরে সহযোগিতা সম্প্রসারণ, আগ্রহী ডাচ আইটি কোম্পানী সমূহ চিহ্নিত করা এবং বাংলাদেশে বিনিয়োগে কিভাবে তাদের উদ্বুদ্ধ করা যায়, নেদারল্যান্ডে বসবাসরত বাংলাদেশী আইটি বিশেষজ্ঞরা কিভাবে বাংলাদেশের এই সেক্টরের আরও উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে, মানব সম্পদ উন্নয়ন, প্রযুক্তি বিনিময়, কিভাবে বাংলাদেশ এবং নেদারলান্ডের উদ্যোক্তাদের মধ্যে 'স্টার্ট-আপ' চালু করা, সর্বোপরি প্রবাসীরা কিভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারে তা তুলে ধরেন।

এ পর্যায়ে, উপস্থাপনার উপর উন্মুক্ত আলোচনায় উপস্থিত অনেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রবাসী আইটি এক্সপার্টদের সাথে বাংলাদেশের আইটি সেক্টরের (সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে) কিভাবে যোগাযোগ ঘটানো সে বিষয়ে তাদের মতামত প্রদান করেন। বাংলাদেশের আইটি সেক্টরের আরও উন্নয়নে অবদান রাখতে তাঁরা গভীরভাবে আগ্রহী এবং এজন্য বাংলাদেশ দূতাবাস তথা সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার প্রত্যাশা রাখেন। স্থানীয় আইটি সেক্টরে কর্মরত কিছু তরুন দু'দেশের মধ্যে আইটি সেক্টরে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাৎক্ষনিকভাবে একটি প্লাটফর্ম গঠনের প্রস্তাব করে। 'ব্রেইনচেইন', স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশী সংগঠন, স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এ বিষয়ে অগ্রনী ভূমিকা পালনের উদ্যোগ গ্রহন করে এবং বাংলাদেশ ও নেদারলান্ডের আইটি সেক্টরের যোগাযোগ কিভাবে আরও বিস্তৃত করা যায় তা নিয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

সমাপনী ভাষণে, নেদারল্যান্ডসে বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত শেখ মুহম্মদ বেলাল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভিশন- ২০২১, ভিশন- ২০৪১ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এস.ডি.জি) -২০৩০ অর্জনের জন্য ডিজিটালাইজেশনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ বর্তমানে অনন্য জনসংখ্যা লভ্যাংশ উপভোগ করছে, আর তাই বাংলাদেশের আইটি সেক্টর এই লভ্যাংশকে কাজে লাগিয়ে আমাদের তরুণ প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পারে। তিনি প্রবাসী বাংলাদেশীদের তাদের নেদারল্যান্ডে অর্জিত

'উদ্ভাবনী' এবং 'সৃজনশীলতার' অভিজ্ঞতাকে বাংলাদেশের বাংলাদেশের আইটি সেক্টরের উন্নয়নে শেয়ার করার অনুরোধ জানান। রাষ্ট্রদূত বেলাল নেদারল্যান্ডে বসবাসরত বাংলাদেশী আইটি বিশেষজ্ঞদেরকে উদ্দেশ্যে আরো বলেন যে, বাংলাদেশে আইটি সেক্টরে তাদের সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশ যথোপযুক্ত সাফল্য অর্জন করতে পারে এবং দক্ষিণ এশিয়ার আইটি হাব হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। রাষ্ট্রদূত বেলাল, যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস থেকে রেফারেন্স দিয়ে বলেন রাষ্ট্রপতি কেনেডি যেমন কেবল তার দূরদর্শী লক্ষ্য বাস্তবায়নে চাঁদে মানুষ প্রেরণের মিশনে সাফল্য অর্জণ করেছিল, ঠিক তেমনি বাংলাদেশের দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে বলে তিনি উপস্থিত এনআরবিদের আশ্বস্ত করেন। তিনি ভিশন- ২০২১ ও ভিশন- ২০৪১ বাস্তবায়নে প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখার জন্য আহ্বান জানান।

প্রবাসী বাংলাদেশীগণ দূতাবাসের কর্মকাণ্ডে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং নেদারল্যান্ডস ও বাংলাদেশ এর আইটি সেক্টরের সমন্বয় সাধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য দূতাবাসের প্রতি ধন্যবাদ জানান। পরে, বাংলাদেশ বংশোদ্ভূত গায়কদের সমন্বয়ে গঠিত ব্যান্ড 'ত্রিমাত্রিক' একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করে এবং অতিথিদের জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়।